যুগান্তর

তারিখ 21 JAN 2009
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ-২০০৯ বাতিলের দাবি জানিয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সমন্বয় পরিষদ। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা এ দাবি জানিয়ে বলেছে, এ অধ্যাদেশ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক ও জনস্বার্থবিরোধী। এটি কার্যকর হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিই হবে বেশি। এ অধ্যাদেশের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের হাতে অনেক ক্ষমতা তুলে দেয়া হয়েছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ব্যাপক দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির হলরুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সমন্বয় পরিষদের সদস্য সচিব ও মিরপুর বাঙলা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজের শিক্ষানুরাগী সদস্য সাঈদুল হোসেন সাহেদ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অভিভাবক সদস্য মোঃ আতাউর রহমান, খন্দকার আসিফ হোসেন, হোসনে আরা বেগম প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নতুন এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের যে নতুন নিয়ম করা হয়েছে তাতে বিদ্যালয়ে ভালো ও যোগ্য লোকের অভাব দেখা দেবে। সাংসদদের বা তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ের পরিচলনা পরিষদে রাখার দাবি জানিয়ে বলা হয়, সাংসদরা বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের উন্নয়ন হবে।

দাতা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধানকে বাতিল করে নতুন যে বিধান চালু করা হয়েছে তাতে দাতা খুঁজে পাওয়া যাবে না উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আগে দাতা সদস্যের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার বিধান ছিল। কিন্তু নতুন নিয়মে দাতা সদস্যদের ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। এ বিধান চালু করার ফলে বিদ্যালয়ে দাতা সদস্য পদটি শূন্য থাকার আশংকা করছে সমন্বয় পরিষদ।

সংবাদ সম্মেলন থেকে অবিলম্বে নতুন এ অধ্যাদেশ বাতিল করে সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রতি আহ্বান জানান সমন্বয় পরিষদের নেতারা।

প্রসঙ্গত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষদিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ২০০৯ অনুমোদন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ৬ জানুয়ারি অধ্যাদেশটিতে স্বাক্ষর করেন।